Sanatan Dharma

শাস্ত্র ও গুরু উপদেশকে স্মরণ

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস ----অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ

“সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। ' তাই জীবনকে সুন্দর করতে হলে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। অসৎজনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কখনো ভালো হওয়ার আশা করা যায় না।

গুরুনির্দিষ্ট বৈদিক পন্থায় না চলে -যদি কেও স্বেচ্ছাচারিতা ক’রে, ---তাতে কেউ কোন দিনও সত্যলাভ করেছে? সহজ সরল অনাড়ম্বর সাধন-ভজনে যাদের নিষ্ঠা নেই, তারা বড় বড় সাধন করতে যায় কোন সাহসে? বড় বড় বই প’ড়ে কতকগুলি আধ্যাত্মিক পরিভাষার জ্ঞান হলেই হয় না, তাদের নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে গুরুর দেওয়া বৈদিক অনুশাসন । নিজেই যদি নিজের ডাক্তারী কর, তবে আবার পৃথক্ ডাক্তারের প্রয়োজন কি? নিজের অভাব কি?
দৈন্য কি, তা গুরুর কাছে জানাতে হয়, তিনি অবস্থা বুঝে তার ব্যবস্থা করেন, নতুবা নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে গেলে পদে-পদে প্রতারিত ও বিড়ম্বিত হতে হয়। আমি তোমাদের বরাবরই ব’লেছি, সত্যলাভের দু’টী চিরন্তন পন্থা, একটি কঠোর সন্ন্যাসযোগ, অপরটি ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা ও তার দেওয়া বৈদিক উপদেশ অনুসারে চলা । কঠোর সন্ন্যাসযোগের সাধনা বর্ত্তমান যুগের মানুষের পক্ষে কঠিন ব’লে আমি তোমাদের ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা - সমর্পন ও তার দেওয়া বৈদিক উপদেশ অনুসারে চলা পন্থাই নির্বাচন ক’রে দিয়েছি। কঠোর সন্ন্যাস এর লক্ষ্য যে "আত্মজ্ঞান-পরমাত্ম জ্ঞান -ব্রহ্মজ্ঞান", তা এই পন্থা দ্বারাই তা তোমাদের লাভ হবে এই জন্মে আর অন্য বেশি কৃচ্ছ্র সাধন-ভজনের প্রয়োজন নেই।
“আমার এত আশ্বাস-বাণীতে যাদের প্রাণে সাধন-ভজনের প্রবল পিপাসা জেগে উঠবে, তারা অবশ্যই আত্মজ্ঞান-পরমাত্ম জ্ঞান -ব্রহ্মজ্ঞান",লাভ হবে এই জন্মে আর অন্য বেশি কৃচ্ছ্র সাধন-ভজনের প্রয়োজন নেই তাই দেরি না করে বৈদিক অনুশাসনে ও সাধন-ভজনে লেগে যাও। "
****
****
উপনিষদে সত্য শব্দটি – “সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”
বেদান্ত বলছেন- " সত্যই দিব্যপথ। সত্যকে জান । সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও । সত্যই অমৃত ।

যারা এখনও ঐশ্বরিক অনুভব করেননি তাদের তাদের সমস্ত খারাপ গুণগুলি পিছনে ফেলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া দরকার।
****
****
প্রতিটি মানুষের তার প্রকৃতিগত একটি আধ্যাত্মিক আধার আছে, যার সাহায্যে সাধনা করে সরাসরি সে অন্তরের ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। সেই অবিরাম যোগাযোগ ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি প্রদান করে। বৈদিক

অনুশাসনের দ্বারা নৈতিক হওয়া এবং নিজের অন্তরে ঈশ্বরের সন্ধান করা প্রত্যেকের মৌলিক প্রবণতা হওয়া উচিত । প্রতিটি ব্যক্তির সেই যোগাযোগের ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। এটা জবরদস্তিমূলক নয়; বরং এটি নির্দেশমূলক।

****
****

অর্থকরী বিদ্যা নয়, যারা পরাবিদ্যা নিয়ে চর্চা করে, তাদের জীবন একটু অন্যরকম। তাদের জীবন হল আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক জীবনে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা পালন করতে হয়। সেখানে অপর কারোর জন্য দুর্বলতা স্বীকৃত হয় না, তা সম্ভবও নয়।

****
****

আধ্যাত্মিক আত্মজ্ঞানের পথ একটি তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত ক্ষুরের পথ। একজন অভিজ্ঞ ক্রিয়াযোগী সৎগুরুর প্রত্যেকের সাধন জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। মহান ধৈর্য এবং অধ্যবসায় দ্বারা একদিনের জন্যও সাধনা ত্যাগ করবেন না। অভিজ্ঞ ক্রিয়াযোগী সৎগুরুরই আপনাকে পথ দেখাবেন তবে সাধন জীবনে আপনাকেই নিজের পথ নিজে চলতে হবে। জীবন সংক্ষিপ্ত, যেকোন মুহূর্তে মৃত্যু আপনাকে ছিনিয়ে নিতে পারে, তাই নিজেকে সাধনায় গুরুত্ব প্রয়োগ করুন। সাধনার সময় নেই বলে অভিযোগ করবেন না। ঘুম, দীর্ঘ কথা বলা এবং দিবাস্বপ্ন দেখা কমিয়ে দিন। ব্রহ্ম চিন্তনে লেগে থাকুন ও বাস্তবতার চিন্তা দুনিয়ার চিন্তা দূরে রাখুক। প্রগাঢ় ব্রহ্ম চিন্তনের দ্বারা আপনি যে পুরুষ বা নারী, এই অনুভূতিটি ভুলে যান। "আপনি আজ যা করতে পারেন তা কখনই আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত করবেন না।"

****
****

প্রতিটি মানুষের তার প্রকৃতিগত একটি আধ্যাত্মিক আধার আছে, যার সাহায্যে সাধনা করে সরাসরি সে অন্তরের ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। সেই অবিরাম যোগাযোগ ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি প্রদান করে। বৈদিক অনুশাসনের দ্বারা নৈতিক হওয়া এবং নিজের অন্তরে ঈশ্বরের সন্ধান করা প্রত্যেকের মৌলিক প্রবণতা হওয়া উচিত । প্রতিটি ব্যক্তির সেই যোগাযোগের ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। এটা জবরদস্তিমূলক নয়; বরং এটি নির্দেশমূলক।

****
****

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ।।’’

অর্থাৎ অজ্ঞ অপেক্ষা গ্রন্থের পাঠক শ্রেষ্ঠ। শুধুমাত্র শব্দার্থ পাঠকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি পঠিত বিষয় ধারণা করছেন। তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর জ্ঞান হয়েছে। এবং এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই, যিনি জ্ঞানানুযায়ী কর্মানুষ্ঠান করছেন।

****
****

দিব্যাং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম |
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ||

অর্থাৎ "যাতে দিব্যজ্ঞান দান করে এবং পাপের সংক্ষয় করে ভগবততত্ত্ববিদগণ এজন্যই তাকে দীক্ষা বলে থাকেন। দিব্যজ্ঞান বলতে মন্ত্রে সাক্ষাৎ ভগবত স্বরূপ জ্ঞান এবং সেই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান।

****
****

শাস্ত্র ও গুরু উপদেশকে স্মরণ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মন এবং সমান ও উন্নত উদার দৃষ্টিকোন দিয়ে নিজেদের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য মেটান, ভেদ-বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে নিজের মন-অন্তরের থেকে চিরতরে মুছে ফেলুন এবং সবার সাথে আনন্দের সঙ্গে মিশুন, সকলকে নিষ্কাম প্রীতির বন্ধনের দ্বারা অন্তরে আলিঙ্গন করুন, সকলকে ভালোবাসতে শিখুন, সকলের সাথে কথা বলুন, একে অপরের সাহাজ্যে নিজেরদেরকে বেদান্ত অনুশাসনে উন্নত করুন - একে অপরকে সাহাজ্য করুন ,স্ব-শৃংখলাবদ্ধ হোন, চিন্তা, অনুভূতি, খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে সরল ও শাস্ত্রসম্মত হোন। কোনো কিছুতে ভয় করবেন না, অপব্যবহার, অলসতা এবং মনের গ্লানিকে ঝেড়ে ফেলুন। ঐশ্বরিক জীবন পরিচালনা করুন। সত্য বা বাস্তবতার সন্ধানকারী হন। বৈদিক অনুশাসন ও ধর্মকে বুঝুন। সতর্ক ও সজাগ থাকুন। দুঃখ এবং দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠুন। প্রতি সেকেন্ডে স্বাধীনতা, পরিপূর্ণতা এবং চিরন্তন আনন্দের দিকে এগিয়ে যান। আন্তরিক এবং আন্তরিক হন। আপনি নিজেকে ঈশ্বর ও গুরুকৃপার অনুগ্রহের যোগ্য করে তুলুন ।

****
****

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।{৪৪}॥
অর্থ:---
যারা ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখে আসক্ত সেই সমস্ত বিবেকে বর্জিত ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানের একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।

****
****

যে ব্যক্তি ঈশ্বর নির্ধারিত গুরুর দেওয়া জ্ঞান এবং উপদেশ এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না বা গ্রহণ করে না বা শিক্ষা গ্রহণে অবহেলা করে বা শিক্ষা গ্রহণের নামে অভিনয় করে বা গুরুকে সন্দেহ / রাগ / অভিমান করে সে এই জীবনে কোনো কারণেই আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হতে পারবে না। তার অন্য জন্মে এমন আরও একটি সুযোগ পাওয়ার আগে তাকে বেশ কয়েকটি জন্ম অন্তত বহু বাধা-বিঘ্ন-দুঃখ নিয়ে কাটাতে হবে ।

তাই ইহ জীবনে 1 সেকেন্ডেও সময় নষ্ট না করে দৃঢ় ভাবে বৈদিক অনুশাসন ও গুরুর দেওয়া জ্ঞান এবং উপদেশকে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত যাতে এই জন্মেই -এই দেহেই আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে।

****
****

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক এর ঐশ্বরিক নিয়ম ও বিধান এবং ব্যবহার শিক্ষার দ্বারা বোঝা দরকার। এটা আমরা বৈদিক অনুশাসনের মাধ্যমে শিখি। এটা খুবই সহজ, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ: যে আপনাকে প্রথমে ঐশ্বরিক নির্দিষ্ট সৎগুরুকে খুঁজে বের করতে হবে; তারপর আপনার প্রকৃত আধ্যাত্মিক পথের উন্নতি শুরু হবে । আমি শুধুমাত্র একটি শাস্ত্রীয় সত্য বিবৃত করছি: আপনি যদি ঈশ্বর বা মুক্তি বা আত্মজ্ঞান লাভ

Published on: Jan, 02 2023 08:57

করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই একজনের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পন ভাবনায় অনুগত থাকতে হবে যাকে ঈশ্বর আপনাকে মুক্তি বা আত্মজ্ঞান এর লাভের সাহায্য এর জন্য পাঠিয়েছেন।

****
****

শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে বৈদিক অনুশাসনকে সর্বদা বাস্তবিক জীবনে গভীরভাবে অনুশীলন করে স্মরণ মননকে মনের মধ্যে - মনকে অন্তরপ্রদেশে করলে - তবেই অন্তরকে সর্বদা গভীর মহা পবিত্র ও দিব্য আনন্দময় উপলব্ধিতে দ্রবীভূত হবে ।

****
****

সনাতন ধমকথা গ্রুপটি বেদান্তের জ্ঞানকন্ডের সহজ সরল ব্যখ্যা আলোচনা করার জন্য তৈরী করা হয়েছে।তাই আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু ব্যাক্তিরা অতি যত্নে অনুকুল-প্রতিকুল সব পরিস্থিতিতে দৃড় ভাবে ধর্ম আচরন করে থাকেন।যাদের আত্মজ্ঞান ও অনন্ত জন্ম মৃত্যু এর বন্ধনের মুক্তির থেকে জড় ও অনিত্য বস্তুর গুরুত্ব বেশী তাদের শাস্ত্র বিধি অনুসারে দৃড় ভাবে ধর্ম আচরন এর আবশ্যকতা কোথায়? কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছুক ব্যাক্তিকে অবশ্যই শাস্ত্র উপদেশ অনুসারে ধর্ম পথে দৃড় ভাবে চলা অতি আবশ্যক।কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছুক ব্যাক্তিকে অবশ্যই শাস্ত্র উপদেশ অনুসারে চলা অতি আবশ্যক।ধর্মহীন সাধনা অসুরত্ত্ব বৃদ্ধি করে, আর প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির সাধনা ব্রহ্মজ্ঞান -ব্রাহ্মীস্থীতি-মোক্ষদায়ী হয়। তাই প্রকৃত ধর্ম আচরন না করে সাধনা ব্রহ্মজ্ঞান -ব্রাহ্মীস্থীতি-মোক্ষদায়ী হয় না। তাই ধর্ম দৃঢ় ভাবে আচরন সর্বপরিস্থিতিতে প্রয়োজন। **ধর্ম একমাএ সাধনা-সমাধী-মোক্ষ এর মূল ভূমি।**

ধর্মহীন ব্যাক্তি যাই সাধনা করুক না কেন তার সাধনা মোক্ষদায়ী কোনো কারনেই হয় না।

তাই আগে ধর্ম শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহন করে দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরন করে তবেই নিজেকে সাধন-সমাধী-মোক্ষ এর উপযুক্ত তৈরী করা সম্ভব হয়।তাই আমরা এখানে প্রথমে ধর্ম আচরন এর বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

****
****
***